২৫/৪/২০০৭

তারিখ … পৃষ্ঠা … কলাম …

দৈনিক ইনকিলাব

বরগুনা ঃ শিশু শ্রম নিষিদ্ধ হলেও বরগুনাতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। ছবিতে ২টি শিশুকে পান-সিগারেট বিক্রি, একটিকে রিকশা ও অপরটি ভ্যান গাড়ী চালাতে দেখা যাচ্ছে -ইনকিলাব

বরগুনায় শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

মোঃ মোশাররফ হোসেন ॥ বরগুনা জেলার সর্বত্র শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ ও অমানবিক শিশু শ্রম মানবাধিকার আইনসহ আন্তর্জাতিক আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকলেও বরগুনা জেলার কোথাও এ আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে না। জেলার ৫টি উপজেলা এবং ১টি পুলিশ থানার বিভিন্ন এলাকার যে সকল শিশুশ্রম বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে রিকশা চালানো, হোটেলে কাজ করা, টেম্পু হেলপার, চিংড়ি পোনা শিকার, ফেরি করে মালামাল বিক্রি, লঞ্চঘাট কিংবা হাট-বাজারে কুলি এবং বাসাবাড়ীতে চাকর-বাকরানির কাজ ইত্যাদি। সকল কর্তৃপক্ষের সামনেই এসব শিশুরা লেখাপড়া ছেড়ে পেটের দায়ে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে প্রতিদিন সামান্য কিছু আয় করে অভাবের সংসারে ভরণপোষণের যোগান দিচ্ছে।

একটি বেসরকারী সংস্থার পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ৫ বছর বয়স থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা, সেই বয়সের প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিশু বরগুনা জেলার বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ শিশু শ্রমের সাথে জড়িত। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী শিশু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লবণাক্ত পানিতে, সাগর উপকূল, নদনদীতে চিংড়ি পোনা শিকারে শ্রম দিচ্ছে। বাকী শিশুরা অন্যান্য পেশায়। অথচ জেলার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন না কোন এলাকায় এসব শিশুরা জরিপ তালিকাভুক্ত। তাদেরকে খাতা-পত্রে দেখানো হচ্ছে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে। এদের নামে দেয়া হচ্ছে শিক্ষার বিনিময় খাদ্য কিংবা মাসিক ২০ টাকা ভাতা। আইন রয়েছে ছাত্রছাত্রী স্কুলে না এলে অভিভাবকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের। ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত করাতে ব্যর্থ হলে শিক্ষকের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু কোন আইনই প্রয়োগ না করার ফলে অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়া গেছে গম বিতরণকারী ডিলার, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক যৌথভাবে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের চাল গম গরীব ছাত্রছাত্রীদের ঠিকভাবে না দিয়ে আত্মসাৎ করছে। ফলে গরীব ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে শ্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

একটি এনজিওর পরিসংখ্যানে আরও জানা গেছে, ১০ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন এনজিও গণশিক্ষার নামে স্কুল খুলে বসলেও প্রকৃতপক্ষে এসব স্কুলে কোন লেখাপড়া হচ্ছে না। বরং এসব এনজিওর কর্মকর্তারা লোপাট করছে বরাদ্দকৃত অর্থ। তারা শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের নামে সাইন বোর্ডের আড়ালে ক্রেডিট প্রোগ্রামের কোটি কোটি টাকার সুদের ব্যবসা করছে। লেখাপড়ার সুযোগবঞ্চিত এসব ঝরে পড়া কিশোর-কিশোরীরা সামান্য অর্থ উপার্জনের তাগিদে শ্রম বিক্রি করছে। জেলা শহরসহ জেলার অন্যান্য উপজেলা শহর ও হাটবাজারসমূহে শিশু-কিশোর রিকশা ও ভ্যান চালকের সংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন প্রকার প্রশিক্ষণ ছাড়া লাইসেন্সবিহীন এসব শিশু-কিশোর রিকশা চালকরা প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়। গাড়ীর হেলপার, গাড়ীর গ্যারেজ কিংবা হোটেল-রেস্তরাঁয় যে সুবল শিশু শ্রমিকরা কাজ করে, তারা অনেকেই শ্রম দেয় পেটেভাতে, ইটের ভাটায় একটি শিশু দিনভর কাজ করে মুজরি পায় ২৫ থেকে ৩০ টাকা। অধিকাংশ শিশু পরের ঘরে কাজ করে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই মহিলা শিশু। বরগুনা জেলার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অধিক পরিমাণে শিশুশ্রম বৃদ্ধির ফলে, 'সবার জন্য শিক্ষা' 'সুযোগ চাই মানুষ হব' এসব শ্লোগান বরগুনার শিশু শ্রমিকদের কাছে কল্পনা।

ক'জন শিশু শ্রমিকের সাথে আলাপ করছিলাম ওদের সমস্যা নিয়ে। তাদেরই একজন প্রেমানন্দ, বয়স ৮ বছর জন্মের পরে সে কোনদিনই স্কুলে যায়নি। অভাবের তারণায় বরগুনা শহরের একটি হিন্দু হোটেলে টেবিল মোছাসহ সব ধরনের কাজ করে। বরগুনা শহরে রিকশা ও ভ্যান গাড়ী চালায় রুমন ও ছেন্টু। ওদের বয়স ১০/১১ বছর হবে। দু'জনই ৩য় শ্রেণীতে পড়ার পর অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে। একজনের বাবা নেই, অন্যজন মা-বাবার সাথেই বস্তিতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এভাবে হাজার হাজার শিশু রয়েছে, যারা লেখাপড়া ছেড়ে শ্রম বিক্রি করে জীবন ধারণ করছে।

বরগুনা জেলায় শিশু শ্রমের চিত্র সারাদেশে বিরাজমান। অথচ শিশু শ্রম বন্ধে এদেশে কাজ করছে শত শত এনজিওসহ দেশী এবং আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থা, ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না। সঠিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে শ্রমজীবী শিশু কিশোরদের শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন তথা শিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা কোন দিনই সম্ভব নয়।